প্রথম আলো

তারিখ ... 12 NOV 2015 ...
পৃষ্ঠা ১৩ ... কলাম ... 2 ...

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগ বন্ধের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বেসরকারি বিদ্যালয়, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। গতকাল বুধবার মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে একটি আদেশ জারি করেছে।

মন্ত্রণালয়ের আদেশে বলা হয়েছে, বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ ও প্রত্যয়ন বিধিমালা সংশোধন করে গেজেট জারির দিন থেকে অর্থাৎ গত ২২ অক্টোবর থেকে এই নির্দেশনা কার্যকর হবে। তবে ২২ অক্টোবরের আগে গৃহীত নিয়োগ কার্যক্রম (পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তিসহ আনুষঙ্গিক প্রক্রিয়া গ্রহণ) আগের নিয়মেই সম্পন্ন করা যাবে। কিন্তু ২২ অক্টোবর বা এর পরে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে শিক্ষক নিয়োগ করে থাকলে তা অবৈধ হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একাধিক কর্মকর্তা *প্রথম আলোকে* বলেন, এখন থেকে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে পরীক্ষা নিয়ে মেধাতালিকা করে দেবে সরকার। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে এই মেধাক্রম অনুযায়ী শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। এ জন্য বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ ও প্রত্যয়ন বিধিমালা সংশোধন করা হয়েছে। এ জন্য কিছু পদ্ধতিগত পরিবর্তন প্রয়োজন হবে। এ কারণেই নিয়োগ কার্যক্রম বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নতুন পদ্ধতি নিয়ে শিগগিরই একটি পরিপত্র জারি করা হবে। তবে যাঁরা ২২ অক্টোবরের আগে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির ভিত্তিতে ইতিমধ্যে নিয়োগ পেয়েছেন, এমপিওভুক্তির (বেতন ভাতার সরকারি অংশ পাওয়া) ক্ষেত্রে তাঁদের কোনো সমস্যা হবে না। তাঁরা আগের নিয়মেই এমপিওভুক্ত হবেন।

নতুন নিয়মের পরিপত্র শিগগিরই

বেসরকারি শিক্ষক নিয়োগে কেন্দ্রীয়ভাবে পরীক্ষা নেওয়ার বিষয়ে গত প্রায় এক বছর ধরে আলোচনা চলছিল। পরে নতুন এ নিয়ম অন্তর্ভুক্ত করে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ ও প্রত্যয়ন বিধিমালা সংশোধন করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। ২২ অক্টোবরের তারিখে সই করা ওই বিধিমালা ৪ নভেম্বর মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়েছে।

নতুন এই পদ্ধতির ফলে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগে প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটি একচ্ছত্র ক্ষমতা হারাল। নতুন নিয়মে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) প্রতিবছরের নভেম্বর মাসের মধ্যে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার মাধ্যমে ওই জেলার বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর পদ ও বিষয়ভিত্তিক শূন্য পদের তালিকা সংগ্রহ করবে। এই তালিকার ভিত্তিতে পরীক্ষা নেওয়া হবে। প্রথমে একটি বাছাই (প্রিলিমিনারি) পরীক্ষা হবে। এরপর ঐচ্ছিক বিষয়ে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা নিয়ে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের উপজেলা, জেলা ও জাতীয়ভিত্তিক মেধাক্রমের তালিকা করে প্রকাশ করা হবে।

এই মেধাক্রম অনুযায়ী নিয়োগ দিতে হবে। কোনো প্রার্থী লিখিত ও মৌখিক উভয় ক্ষেত্রে পৃথকভাবে ৪০ শতাংশ নম্বর না পেলে তিনি কোনো মেধাতালিকায় স্থান পাবেন না। মেধাভিত্তিক মূল তালিকা ছাড়াও শূন্য পদের ২০ শতাংশ প্রার্থীর সমন্বয়ে অপেক্ষমাণ তালিকাও প্রকাশ করা হবে। মৃত্যু, চাকরি ছাড়লে বা অন্য কোনো কারণে পদ শূন্য হলে এই তালিকা থেকে শিক্ষক নিয়োগ করা যাবে।